দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 30 JUN 1997
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

56

ইসলামী ভার্সিটিতে ছাত্র লীগের ঘেরাও ভাংচুর আন্দোলন

ইসলামী শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস করে সেক্যুলার বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের ষড়যন্ত্র চলছে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া সংবাদদাতার ফ্যাক্স: পূর্ববর্তী সহিংস ঘটনাসমূহের জেরধরে ক্যাম্পাসে বিবদমান সংগঠনসমূহের মারমুখী তৎপরতা, অবৈধভাবে ব্যাপক বহিরাগত সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র পদচারণা ও সরকারী দলের ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসীদের কাছে প্রশাসনিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রহৃত হওয়াসহ সর্বশেষ ভিসিবিরোধী আন্দোলন শুরুর প্রেক্ষিতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ দুই-তিন বছরের একাডেমিক স্থবিরতা বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে। দলীয় দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমান সরকারের ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগ (শাপা) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থিতিশীল পরিবেশ নস্যাৎ করে, অবৈধ ও অযৌক্তিক দাবী পেশ করে ভাইস চ্যান্সেলরের পদত্যাগ দাবী করে মূলত তাদের ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব একাডেমিক ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে বলে দায়িত্বশীল মহলের ধারণা। দলীয় সন্ত্রাসী ভর্তি করার কৌশল হিসেবে ভর্তি পরীক্ষার নতুন পদ্ধতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করতে ইতোমধ্যে গলদঘর্ম হয়েছে। তাই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আদর্শের পরিপন্থী দাবী-দাওয়া পেশ, ভিসি অফিস ভাঙচুর, কর্মকর্তা-কর্মচারী আহত করার কৌশলে তারা দৃশ্যত চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে আজকের (২৯ জুন) সিন্ডিকেটে দলীয় কোঠা প্রবর্তন, নিয়োগকৃত দলীয় ব্যক্তিদের চাকরি স্থায়ীকরণ, খেলোয়াড় কোটায় দলীয় ছাত্র ভর্তির পরিকল্পনায় ভিসিবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। ছাত্র লীগ (শাপা) কর্তৃক ভিসি অফিস ঘেরাও, ভাঙচুর ও আন্দোলনের মুখে ভাইস চ্যান্সেলর নমনীয় মনোভাব দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা পরিকল্পনা ও মূল চরিত্র পরিপন্থী দাবীর প্রেক্ষিতে দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত মুসলিম দর্শন, ফিকহ ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিভাগের কার্যক্রম নির্বাহী ক্ষমতাবলে স্থগিত ঘোষণা করেছেন এবং আন্দোলন ঠেকাতে তাদের দাবী-দাওয়া মেনে নিতে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে। এদিকে পত্র-পত্রিকায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ঐতিহ্য সংশ্লিষ্ট ফিকহ, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও মুসলিম দর্শন বিভাগসমূহের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণায় ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, পেশাজীবী, এলাকাবাসীসহ সর্বস্তরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় সাধনের লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ইসলামী শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস করে সেকুলার বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে বিক্ষুব্ধ পরিবেশ যে কোন সময়ে প্রতিবাদে ফেটে পড়তে পারে বলে অনেকেই আশংকা করছেন। উল্লেখ্য, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫টি বিভাগের মধ্যে মাত্র ৩টি বিভাগ– ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষার আওতাভুক্ত। স্নাতক, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষার অন্যান্য শাখা তুলনামূলক আইন ও এরূপ অন্যান্য শিক্ষণ শাখাসমূহে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা চর্চার ব্যবস্থা করার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও বিভিন্ন সময়ে ইসলামীবিরোধী শিক্ষক মহলের বিষাক্ত ক্যাকটাসে আক্রান্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় আজ তার নিজস্বতা তথা স্বকীয়তা হারাতে বসেছে।